সন্তান লালন-পালনের ইসলামী বিধান

সফর মাসের চতুর্থ জুমুআর বয়ান

(২৪ সফর ১৪৪৬ হিজরী, ৩০ আগস্ট ২০২৪)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া নু'মানিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত ।

ক্রমিক নং ১৫১

نَحْمَدُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۞ يٰٓاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا(الأية) ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

মুহ্তারম ঈমানদার ভায়েরা ! আজ সফর মাসের ২৪ তারিখ, শেষ জুমুআ। আজ আমরা সন্তান লালন-পালনের ইসলামী বিধান সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

সন্তান-সন্ততি আল্লাহ তায়ালার একটি অমূল্য নিয়ামত। আল্লাহর এই নিয়ামতের কদর করা আমাদের জন্য জরুরী। সন্তানেরা আমাদের কাছে আল্লাহর একটি বড় আমানত। সুতরাং, নিজের ছেলেমেয়েদেরকে শরীয়তের আলোকে লালন-পালন না করলে আমানতে খিয়ানত করা হবে। যা মস্তবড় অপরাধ।

সন্তানদেরকে সঠিকভাবে লালন-পালন করে তাদেরকে দ্বীনদার ও আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তুলতে হবে। যদি আমরা তাদেরকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারি, তবে তারা হবে আমাদের পারিবারিক জীবনের শান্তি এবং আমাদের জাতি, দেশ ও সমাজের জন্য অমূল্য সম্পদ। তাই কুরআন ও হাদীসে দ্বীনদার আদর্শ সন্তান গড়ে তোলার জন্যে জোরালো আদেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদের সূরা তাহরীমের ৬ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

يَآ يُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُواْ قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

“হে ঈমানদারগণ ! তোমরা নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।” লক্ষ্য করুন, এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে নিজের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে বলেছেন। পরিবারবর্গ বলতে মা-বাপ, স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে ইত্যাদি। এদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানো ফরয।

এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে, একজন মু’মিন বান্দার জন্য শুধু নিজে জান্নাতে যাওয়ার চেষ্টা করা যথেষ্ট নয়, বরং নিজের পরিবারবর্গের সকলকে জান্নাতী বানানোর

প্রচেষ্টা করতে হবে। অতএব, কেবল নিজের ইসলাহ বা সংশোধন যথেষ্ট নয়, বরং নিজের সন্তান-সন্ততি ও সকল অধীনস্ত ব্যক্তিদের সংশোধনের দিকে নজর রাখতে হবে।

ইমাম বাইহাকী রহমাতুল্লাহি আলাহির সুনানে কুবরা কিতাবের ৫০৯৮ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত উমার (রযি) এক ব্যক্তিকে বলেছিলেনঃ

أَدِّبِ ابْنَكَ، فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ وَلَدِكَ، مَاذَا أَدَّبْتَهُ؟ وَمَاذَا عَلَّمْتَهُ؟

“তোমার সন্তানকে আদব-কায়দা শেখাও। কারণ, তোমাকে (হাশর মাঠে) তোমার সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। প্রশ্ন করা হবে, তুমি সন্তানকে কতটা আদব-কায়দা শিখিয়েছ এবং তাকে কী শিক্ষা দিয়েছ ?”

শিশু ইসলামী স্বভাব নিয়ে জন্মায়ঃ

সহীহ বুখারীর ১২৯২ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরা (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

“প্রতিটি শিশু ইসলামী স্বভাবের উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান

অথবা অগ্নিপুজারী বানিয়ে দেয়।” এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মানুষকে মুসলিম রূপে সৃষ্টি করেছেন। জন্মগ্রহণের পর বাপ-মা মানুষকে ইসলামের বিপরীত স্বভাবে গড়ে তোলে। তাই কেউ হয় ইয়াহূদী, কেউ খ্রিষ্টান আর কেউ অগ্নিপুজারী মুশরিক। তাহলে একবার ভেবে দেখুন, সন্তানের চরিত্র গঠনে মা-বাপের ভূমিকা কতটা।

সম্মানিত উপস্থিতি ! আমরা অধিকাংশ অভিভাবকগণ সন্তানদেরকে আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া ও তাদেরকে সুশিক্ষিত করার ব্যাপারে উদাসীন। বহু মানুষ এমন আছে, যারা সন্তানের কেবল আর্থিক উন্নতির কথা চিন্তা করে। সন্তানের জন্য গাড়ি-বাড়ি, টাকা-পয়সা ও দুনিয়ার বহু কিছু করে থাকে। কিন্তু তারা সন্তানের পরকাল নিয়ে ভাবে না, সন্তানকে আদর্শ সন্তান রূপে গড়ে তোলার মেহনত করে না। খুব ভাল করে মনে রাখবেন, সন্তানের জন্য দুনিয়ার সম্পদ রেখে যাওয়ার চেয়ে সন্তানকেই দুনিয়া-আখিরতের সম্পদ বানিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। আবার বলছিঃ সন্তানের জন্য সম্পদ রেখে যাওয়ার চেয়ে সন্তানকেই

সম্পদ বানিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। এজন্যই মুসনাদে আহমাদের ১৫৪০৩ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

“কোন পিতা নিজের সন্তানকে কোন আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে ভাল কোন উপঢৌকন দিতে পারে না।” আমরা সন্তানকে গাড়ি-বাড়ি দিতে চাই। টাকা-পয়সা দিতে চাই। দুনিয়ার বিভিন্ন রকম সম্পদ দিতে চাই। কিন্তু আমাদের প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ একজন বাপ নিজের সন্তানকে সর্বশ্রেষ্ঠ যে জিনিসটি দিতে পারেন, সেটা হল আদব শিক্ষা।

সুতরাং সন্তানদের দ্বীনদার, আদর্শবান করার জন্যে আমাদের প্রত্যেককে যতাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। আর এজন্যে ছোট থেকে সন্তানের প্রতি নজর রাখতে হবে।

সন্তানকে শিক্ষা দানের নিয়মঃ

শ্রোতামণ্ডলী ! সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে আমাদের প্রথম করণীয় হল, সন্তান যখন কথা বলতে শিখবে, তখন তাকে **‘আল্লাহ’** বলতে শেখানো। তারপর

তাকে কলিমা তয়্যিবা **‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ’** শিক্ষা দিতে হবে। তারপর সহজ ও সরলভাবে সন্তানের সামনে আল্লাহ তায়ালার পরিচয় তুলে ধরতে হবে। যেমন, তাকে বলবেঃ আমাদের রব হলেন আল্লাহ। আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। আমরা মুসলিম। আমাদের নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অনুরূপভাবে, কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে **‘আসসালামু আলাইকুম’** বলা শিক্ষা দেওয়া। এ ধরণের সহজ ও মৌলিক বিষয়গুলি সন্তানকে শৈশবেই শিক্ষা দিতে হবে।

এও বলে রাখি, আমরা অনেকে সন্তানকে দুনিয়াবী শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশ সজাগ। কিন্তু দ্বীনী শিক্ষার ক্ষেত্রে অনাগ্রহী। অথচ সন্তানকে বাল্যকালে দুনিয়াবী শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে তাকে দ্বীনী শিক্ষা দেওয়া বেশি জরুরি। কেননা, দ্বীনী শিক্ষার মাধ্যমে সন্তান চিনবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে। চিনবে মা-বাপকে। দ্বীনী শিক্ষা তাকে সবরকম ভাল গুণে গুণান্বিত করবে ও সর্বরকম মন্দ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। অতএব, যে কোন ভাবে হোক, সন্তানকে দ্বীন শিক্ষা দিতেই হবে। এটা আপনার উপর সন্তানের হক।

সন্তানের প্রতি লুকমান হাকীমের ৫টি নসীহতঃ

লুকমান হাকীম এমন একজন মানুষ, যার নামে কুরআন মজীদের একটি সূরার নাম রাখা হয়েছে। সূরা লুকমান। এটা কুরআন মজীদের ৩১ নম্বর সূরা। লুকমান হাকীম কোন নবী ছিলেন না। তিনি ছিলেন আল্লাহর একজন বড় ওলী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অগাধ জ্ঞান দান করেছিলেন। সেযুগে তাঁর জ্ঞানগর্ভ কথা শোনার জন্য বড় বড় সমাবেশ হত। একবার তিনি নিজের ছেলেকে উদ্দেশ্য করে পাঁচটি খুব গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছিলেন। সেই উপদেশগুলি এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, আল্লাহ তায়ালা সেগুলিকে সূরা লুকমানের মধ্যে খুব যত্ন সহকারে তুলে ধরেছেন। সেই পাঁচটি উপদেশ এইঃ

(১) লুকমান হাকীম নিজের ছেলেকে বলেছিলেনঃ বেটা! তুমি কখনো আল্লাহর সাথে শির্ক করবে না। কেননা, শির্ক হচ্ছে মস্তবড় যুলুম। يٰبُنَيَّ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ ط اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

(২) লুকমান হাকীম নিজের ছেলেকে আল্লাহর ক্ষমতা বুঝিয়ে বলেছিলেনঃ বেটা ! কোন জিনিস যদি সরিষার দানা পরিমাণ ক্ষুদ্র হয় এবং তা যদি পাথরের মধ্যে লুকানো

থাকে কিংবা সেটা যদি নভোমণ্ডল অথবা ভূমণ্ডলে অদৃশ্য হয়, তবু মহান আল্লাহ সেটাকে হাযির করতে পারেন। এটা সূরা লুকমানের ১৬ নম্বর আয়াতের মর্মানুবাদ।

(৩) লুকমান হাকীম নিজের ছেলেকে নামায কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুনানে আবূ দাঊদের ৪৯৫ নম্বর হাদীসে সসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

"সন্তানদের বয়স ৭ বছর হলে তোমরা তাদেরকে নামাযের আদেশ দাও। আর ১০ বছর বয়স হলে তাদেরকে প্রয়োজনে নামাযের জন্য শাসন কর এবং তাদের ঘুমানোর বিছানা আলাদা করে দাও।"

(৪) লুকমান হাকীম নিজের ছেলেকে দায়িত্ববোধ শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি ছেলেকে বলেছিলেনঃ বেটা ! তুমি মানুষকে সৎকাজের আদেশ করবে এবং মন্দকাজ থেকে নিষেধ করবে। আর ধৈর্য-সবরের সাথে জীবনযাপন করবে। এ কথা সূরা লুকমানের ১৭ নম্বর আয়াতে বর্ণিত

আছে।

(৫) লুকমান হাকীম নিজের ছেলেকে বেশ কিছু জরুরি আদব-কায়দা শিখিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ বেটা ! তুমি কাউকে অবজ্ঞা করবে না। অহংকার করবে না। আল্লাহর যমীনে নম্রভদ্র ভাবে চলাফেরা করবে। মানুষের সাথে নিম্নস্বরে কথা বলবে। আল্লাহ তায়ালা সূরা লুকমানের ১৯ নম্বর আয়াতে লুকমান হাকীমের এসব উপদেশ বর্ণনা করেছেন।

সুধীবৃন্দ ! লুকমান হাকীমের উপদেশগুলি লক্ষ্য করুন। (১) তিনি ছেলেকে শির্ক থেকে বাঁচতে বলেছেন। (২) তিনি ছেলেকে আল্লাহর ক্ষমতা ও মহত্ব শিক্ষা দিয়েছেন। (৩) তিনি ছেলেকে নামায কায়েম করতে বলেছেন। (৪) তিনি ছেলেকে দায়িত্ববোধ শিক্ষা দিয়েছেন। (৫) তিনি ছেলেকে বেশ কিছু জরুরি আদব শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা নিজেদের সন্তানদের বিষয়ে হযরত লুকমান হাকীমের এ উপদেশগুলি বাস্তবায়ন করতে পারব কি ?...

সন্তানকে সঙ্গদোষ থেকে বাঁচানঃ

পরিশেষে, সন্তান লালন-পালনের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ

বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করছি। সেটা হল, সন্তানকে সঙ্গদোষ থেকে বাঁচাতে হবে। কথায় বলেঃ সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস; অসৎ সঙ্গে নরকবাস।

সন্তানকে নেক ও আদর্শবান রূপে গড়ে তোলার জন্য বাপ-মায়ের উপর একটি জরুরী কর্তব্য হল, সন্তানের চাল-চলনের প্রতি কঠিন নজর রাখা। ছেলে কিংবা মেয়ে কোথায় থাকছে, কাদের সাথে থাকছে, তা যদি আমাদের নজরে না থাকে, তাহলে হতে পারে সঙ্গদোষে পড়ে সন্তান চরমভাবে বিপদগামী হয়ে যাবে। আর আমরা বুঝতেও পারব না।

সুনানে আবূ দাঊদের ৪৮৩৩ নম্বর হাদীসে সাহাবী আবূ হুরাইরাহ (রযি) সূত্রে বর্ণিত আছে, রসূলল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

“প্রত্যেক মানুষ নিজের বন্ধুর চালচলনে অভ্যস্ত হয়। তাই তোমরা প্রত্যেকে ভেবে দেখ, কার সাথে বন্ধুত্ব করছ।”

একটি ঘটনাঃ

মক্কা শহরে উকবা ইবনে আবী মুআইত নামে

মুশরিকদের একজন নেতা ছিল। তার অভ্যাস ছিল, কোন সফর থেকে বাড়ি ফিরলে এলাকার গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত করত। একবার সে যথারীতি শহরের কিছু বিশেষ লোকদের দাওয়াত করেছিল। তাদের সাথে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। যখন সে নবীজির সামনে খানা আনল, তখন নবীজি তাকে বলেছিলেনঃ যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান না আনছো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার খাদ্য গ্রহণ করব না। এ কথা শুনে উকবা কলিমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খানা খেয়েছিলেন।

এদিকে উকবার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। যার নাম উবাই ইবনে খল্‌ফ। সে উকবার এই ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পেরে খুবই রাগান্বিত হয়ে যায়। উকবা তখন নিজের ইসলাম গ্রহণের কারণ দেখিয়ে বলেছিলঃ কুরাইশ বংশের সম্মানিত অতিথি মুহাম্মাদ আমার ঘরে এসেছিলেন। তিনি যদি খাদ্য না খেয়ে ফিরে যেতেন, তবে তা আমার জন্য দারুণ অপমানজনক ব্যাপার হত। তাই

আমি তাঁর সম্মানার্থে ইসলামের কলিমা পড়েছি। এ কথা শুনে উবাই ইবনে খল্‌ফ বলেছিলঃ আমি তোমার ইসলাম গ্রহণের এ ফালতু ওযর মানলাম না। আমি চাই, তুমি মুহাম্মাদের মুখে থুতু নিক্ষেপ কর। হতভাগা উকবা নিজের বন্ধুকে খুশি করার জন্য সত্যসত্যই নবীজির সাথে এ বে-আদবী করেছিল। সে নিজের বন্ধুকে খুশি করার জন্য নবীজির গায়ে থুতু নিক্ষেপ করেছিল। মনে রাখবেন, তার এই বে-আদবীর সাজা আল্লাহ তাকে দুনিয়াতেও দিয়েছিলেন। এই উকবা বদরের যুদ্ধে নির্মমভাবে নিহত হয়েছিল। আর সূরা ফুরকানের ২৭, ২৮, ২৯ নম্বর আয়াতে তার পরকালের আফসোস ও শাস্তির কথা বর্ণিত আছে। সে পরকালে কঠিন আযাবে গ্রেপ্তার হয়ে বলবেঃ হায় আফসোস ! আমি যদি সেদিন রসূলের সঙ্গে হতাম। হায় আমার দুর্ভাগ্য ! আমি যদি উকবার সাথে বন্ধুত্ব না করতাম।

সুধীবৃন্দ ! বোঝা গেল, দুনিয়ায় কিছু মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করার কারণে আখিরতে আফসোস করতে হবে। বলছিলামঃ আমাদের প্রাণপ্রিয় সন্তানেরা এ ধরণের খারাপ

বন্ধুদের সঙ্গদোষে যেন নষ্ট না হয়, সেদিকে একশ' শতাংশ খেয়াল রাখতে হবে। অভিভাবক হিসাবে এটা আমাদের গুরুদায়িত্ব। যাইহোক, আজ এ পর্যন্ত আলোচনা ইতি করলাম।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী

(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)

মৌখিক ফতওয়া জানার জন্য 97-32-32-32-24 নম্বরে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত (শুক্রবার বাদে) যোগাযোগ করুন।

কোন প্রয়োজনে 97-32-32-32-12 অফিস নম্বরে রাত ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত (বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বাদে) যোগাযোগ করুন।

জুমুআর বয়ান শুধুমাত্র আমাদের ওয়েবসাইট www.jamianumania.com তেই পাবেন। সুতরাং, ওয়েব সাইট থেকে ফ্রিতে জুমুআর বয়ান ডাউনলোড

করুন।